দৈনিক সংবাদ

DEC 15 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ .....

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ, পেছনের রহস্য কী?

মনজুরুল হক

রাজা বললেন, 'বন্দিদের বেঁধে ফেলা হয়েছে?' পারিষদ বর্গ বললেন- 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'বাক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। 'চোখ বেঁধে দেয়া হয়েছে?' 'আজ্ঞে না', কারণ চোখ দিয়ে কিছুই করতে পারবে না মহারাজ। 'এই তোদের বুদ্ধি? কেন চোখ দিয়ে যদি ঘৃণা বর্ষণ করে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, তা পারে বৈকি! এক্ষুণি বাঁধছি'।

জোট সরকারও তার বিরুদ্ধে যারা যারা কথা বলতে পারে, চোখ দিয়ে ঘৃণা বর্ষণ করতে পারে তাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে। চোখ বাঁধতে চাইছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালাতে গেলে একটি শক্তিশালী বিরোধীদল দরকার পড়ে। এটা আধুনিক গণতন্ত্রের হোমরা-চোমরাদের গালভরা কথা। কাগুজে। বাস্তবে কেউই ঘাড়ের ওপর শক্তিশালী বিরোধীদলের গরম নিশ্বাস পছন্দ করেন না। আর সে নিশ্বাস যদিমাত্র ৫০ দিনের মাথায় বেরুতে শুরু করে তো পিত্তি জ্বলে যাওয়ারই কথা। কাগুজে গণতন্ত্রের এনকাউন্টারে প্রতিপক্ষকে প্রথম রাউন্ডেই আঘাত করাটা বিচক্ষণতার পরিচয় এবং সেটা ইতোমধ্যেই জোট সরকার করে চলেছে। প্রথম আঘাতে কোমর ভেঙে দিতে পারলে ক্রুট মেজরিটি নিয়ে একবার থিতু হয়ে শেকড় গজাতে পারলেই আর উপড়ায় কে? বিপক্ষের কোমর ভাঙার কাজটা তাই চটজলদি তারা সারতে চাইছেন। সরকারের তখতে তাউসে যে দুটি তীর তাক করা থাকে তার একটি বহু ব্যবহৃত এবং জননিন্দিত হরতাল এবং অন্যটি এদেশের বহু সঙ্কটের ত্রাণকর্তা, আন্দোলনের জীবনদায়ী ছাত্র আন্দোলন। আইন করে এ দুই বন্ধ করা গেলে নিরুদ্বেগ কাটবে পাঁচটি বছর। সন্দেহ নেই দুরভিসন্ধিটি যার বা যাদের মাথা থেকে এসেছে সে মাথা সিজনড কাঠের মতো শক্ত এবং পাকা। এ মাথা বা মাথাসমূহ ভাল করেই জানেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাটা মোটেই সংসদীয় কমিটিতে এলেবেলেভাবে পাস করিয়ে নেয়ার মতো বিষয় নয়। পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে তারা অবশ্যই জানেন পূর্বাপর, ভিনদেশী শাসক তথা স্বৈরশাসকরাও একাধিকবার সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, এমনকি রাজনীতিগতভাবে সুমান্যতম বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কেত্তন গেয়েছেন একাধিকবার। এতসব জানার পরও জোট সরকারের এক সময়ের তুখোড় ছাত্র নেতারা, যারা এখন শক্তিশালী মন্ত্রী তারা 'প্রকল্পটি' হাতে নেবেন, তেমন আলামত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী না হয় সোজা ঘর-গেরস্থালি থেকে রাজনীতির মঞ্চে উঠে এসেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না হয় উর্দি খুলে ময়দানে ভাষণ দিয়ে রাজনীতিক বনেছেন; কিন্তু আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, শাহজাহান সিরাজ, খোকা, আমান? তাদের পূর্ব পরিচয় কি? শাহজাহান সিরাজের তো যা কিছু যোগ বা বিয়োগ সবটাই ওই ছাত্রনেতা হতেই!

জোট সরকারের প্রথম দুই মাসের হাল-হকিকত দেখে মনে হচ্ছে প্রধানত দুটি কারণে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চিন্তা-ভাবনা তারা করছেন।

এক, জোটের, বিশেষ করে বিএনপির ক্যাডার ছাত্র নেতাদের সামাল দেয়া এখন আর তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। জোটের সোনার ছেলেরা সরকারের পয়লা দিন থেকেই দেশের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখল কায়েম করে সেখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে বসে গেছেন। এখন তাদের এস্টাবলিস্টমেন্টের খাই মেটানো সম্ভব নয় জোটের পক্ষে। আর 'খাই' না মিটলে তারা নিশ্চিতভাবেই বলপ্রয়োগ করবে। পাতানো 'পুলিশ পুলিশ আইন' পকেটে পুরে হাঙ্গরের মতো গিলতে শুরু করবে। এটা ইতোমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে এবং জোট সরকারের ভাবমূর্তি বা ইমেজ সঙ্কটে পড়ে গেছে। ছাত্র রাজনীতি আইনত বন্ধ করা গেলে পুরো দায়টা চাপানো যাবে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অপশক্তি' এবং 'সন্ত্রাসী'দের ওপর। প্রশাসনের প্রতিটি সার্কিটে নিরঙ্কুশ দখল কায়েম হওয়ার পর নিরুদ্বেগ শাসনকাল নিষ্কণ্টক করার জন্য স্বয়ংক্রিয়-ভাবে প্রশাসনের ভেতরেই স্থাবক বেনিফিশিয়ারি এলিমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে। তাই ছাত্রদলের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' এখন আর দরকার নেই। জোট সরকারে শামিল হওয়া অব. জেনারেল বা অব. সচিবদের সাথে সুর মিলিয়ে একশ্রেণীর পরগাছা বা প্যারাসাইট রাজনীতিকদের পাশাপাশি সন্তানহারা অনেক শঙ্কিত বাবা-মাকে খুশি করা যাবে, একটা 'বৈপ্লবিক' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে। কিন্তু এই প্যারাসাইটরা ঠিকই দলহীন রাজনীতি-হীন (কাগুজে) ছাত্রদের দিয়ে কাঁঠাল পেড়ে পাকিয়ে তাদেরই মাথায় ভেঙে খাবে। বাহ্ কী এস্তার এস্তেযাম!

দুই, বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগ, ১১ দল, গণতান্ত্রিক অন্যান্য দলের আপাতত প্রধান শক্তি তাদের ছাত্র সংগঠন। জোট সরকারকে একের পর এক গণবিচ্ছিন্ন নিপীড়ন নিবর্তনমূলক যেসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে একমাত্র ছাত্ররা। অর্থনীতির দেউলেপনায় রুটি-রুজির সংগ্রামে জর্জরিত পেশাজীবী শ্রেণীসমূহ খুব শিগগিরই প্রতিবাদমুখর হতে পারবে না। ছাত্ররা শুরুটা না করলে। সুতরাং সুদূরপ্রসারী শত্রু বিবেচনায় জোট সরকারের সামনে এই মুহূর্তে এক নম্বরের শত্রু ওই ছাত্ররা।

জোট সরকার আপাতত হরতাল বন্ধ করার আইন করতে যাবে না (যদি আইনে ওরকম কোনো অপশন থাকে) কেননা অদূরভবিষ্যতে ওই অস্ত্রটি তাদেরও ব্যবহার করতে হতে পারে; কিন্তু সমাজে যেহেতু ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা গড়ে উঠেছে সরকারি ছাত্র সংগঠনসমূহের চাঁদাবাজি, টেন্ডার দখল, ব্যবসা-বাণিজ্য আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আইন করার চক্রান্তটি জনমনে 'ইতিবাচক' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। এভাবে হিসেব মিলিয়ে জোট সরকার পারুক না পারুক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার 'প্রজেক্টে' হাত দিতে পারে। আর এই মৌলিক অধিকার হরণের পদক্ষেপটি একবার নিয়ে বসলে ক্রুট মেজরিটিই যে অসীম শক্তির নিয়ামক নয় তা প্রমাণ হতে সময় নেবে না।